Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
দৈনিক ইত্তেফাক: ১৯-০৯-২০২৪, পৃষ্ঠা- ০৮

গণঅভ্যুত্থান ও অর্থনীতি : ইতিহাসের আলোকে

ড. ইশরাত হোসেন

> কাজের ব্যাপকতা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই সৎ যোগ্য লোকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় টাস্কফোর্স বা কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংস্কারের সুপারিশ এবং বাস্তবায়ন করা যায়। তা সত্ত্বেও, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এসব কাজের জটিলতার বিবেচনায় পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত, যা একাধিক বছরও হতে পারে

কার্ল মার্কস ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ হিসেবে, ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতির মধ্যে খাদ্য, সম্পদ ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিযোগিতা হিসেবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটি সমাজে শাসনের নিয়ম নির্ধারণ করে এবং অর্থনীতির কাজ করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। সেই কাঠামোর বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধান এবং ২০০৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহাম্মদ এলবারাদেই 'আরব বসন্ত' বিপ্লবের শুরুর দিকে ১৩ জানুয়ারি, ২০১১-এ টুইটারে লিখেছেন, 'তিউনিসিয়া : দমন+সামাজিক ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি+শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথগুলো রুদ্ধ=একটি জীবন্ত বোমা'। ১৪ জানুয়ারি, ২০১১-তে রাষ্ট্রপতি বেন আলি, যিনি ১৯৮৭ সাল থেকে তিউনিসিয়াকে শক্ত হাতে শাসন করেছিলেন, পদত্যাগ করেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশেও স্বৈরাচারী শাসন, সামাজিক বৈষম্য এবং গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ছিল। এটা অনস্বীকার্য যে, এসবই সাম্প্রতিক ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা রাখে, যা অবশেষে শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে এবং হঠাৎ নাটকীয়ভাবে তার সরকারের অবসান ঘটেছে। তবে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দুর্ব্যবস্থাই জনসাধারণের অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশাকে বেশি প্রজ্বলিত করেছে, যে তালিকায় রয়েছে সরকারি চাকরিতে রাজনৈতিক ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রস্তাবিত কোটা পদ্ধতির কারণে অনুভূত অবিচার, যুব বেকারত্বের ভয়াবহ পরিস্থিতি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের জন্য, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপক চুরি ও অপচয়। গত ১৫ বছরের সরকারি কিছু অর্থনৈতিক অপকর্মের দিকে তাকালেই এর ভয়াবহতার একটি ধারণা পাওয়া যায় : ব্যাংক ঋণ খেলাপির পরিমাণ ৯ গুণ বাড়া, ব্যাংকিং খাত থেকে প্রায় আট বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ, প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার দেশের বাইরে পাচার, ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক অপরিকল্পিত এবং ব্যয়বহুল বৈদেশিক ঋণ।

ইতিহাসে অর্থনৈতিক বৈষম্য : উইল এবং এরিয়েল ডুরান্ট, পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী দুজন ইতিহাসবিদ, 'The Lessons of History' বইতে বেশ কিছু প্রবন্ধের একটি সংকলন একত্র করেছেন। তারা ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্যবহারিক দক্ষতার পরিমাণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা এবং শ্রেয়তর দক্ষতার বেশির ভাগই সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। ফলস্বরূপ, তারা উপসংহারে পৌঁছায় যে সমাজ জুড়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য সহজাত এবং ইতিহাসে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক ঘটনা।

অর্থনৈতিক বৈষম্য যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, তখন অস্থিতিশীল অবস্থা শান্তিপূর্ণ সংস্কার বা সম্পদ পুনর্বণ্টনের জন্য সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এথেন্সে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যে যখন আকাশচুম্বী হয়, তখন সোলনের মতো একজন আলোকিত নেতা সংস্কারের মাধ্যমে এথেন্সকে সম্ভাব্য সহিংস বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। অন্যদিকে, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর রোম সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণের বিস্ফোরক অবস্থা মোকাবিলায় আপসহীন পথে যাওয়ার ফলে শত বছরের শ্রেণি-সংগ্রাম ও গৃহযুদ্ধের মধ্যে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে, ১৯৩৩-৫২ এবং ১৯৬০-৬৫ সালে, সম্পদের সহনীয় পুনর্বণ্টন সম্পন্ন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোলনের মতো শান্তিপূর্ণ সংস্কারপন্থা অনুসরণ করে।

বাংলাদেশকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা সোলনের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করবে, নাকি রাষ্ট্রীয় সম্পদের আরো শোষণ রোধ করতে এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের উন্নতির জন্য আরেকটি সহিংস বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করবে।

জাতি গঠনে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : সারা বিশ্বে অনেক গবেষণা এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান, যা জনসেবা এবং জাতীয় সমৃদ্ধির কার্যকারিতার ওপর প্রাতিষ্ঠানিক মানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরে। একটি সর্বোত্তম উদাহরণ হবে একসময়কার ঐক্যবদ্ধ সমজাতীয় কোরিয়ান উপদ্বীপ, যেখানে তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর ভিন্নতার কারণে অর্থনৈতিক সাফল্যে ব্যাপকভাবে উলটা পথে ধাবিত হয়েছে, উত্তর কোরিয়া হয়েছে দরিদ্রতম এবং দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। প্রফেসর সিমিওন কাইটিবি ও দলের সাম্প্রতিক এক গবেষণায়ও দেখা যায় যে, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং এশিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক মান কৃষিজ জনসাধারণের পরিষেবার ইতিবাচক প্রভাবের ওপর একটি মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করে।

উন্নত প্রতিষ্ঠান, আস্থাকে সমুন্নত রাখার মাধ্যমে, প্রতিযোগী স্বার্থ গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোনো দ্বন্দ্ব সমাধানে শান্তিপূর্ণ উপায় অনুসরণ করার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসলীলা উদ্বেগজনক, যদিও মাঝেমধ্যে সাফল্যের কিছু গল্প রয়েছে। অবশ্য ইতিহাস আমাদের বারবার শিখিয়েছে যে, মানুষ বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভূতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক বা খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে পারে। 'ভূগোল নয়, মানুষই সভ্যতা তৈরি করে', উইল এবং এরিয়েল ডুরান্ট তাদের বইয়ে উপসংহার টেনেছিলেন।

আন্তরিক উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশ কেন তাদের বাধাগুলো অতিক্রম করে অধঃপতিত সভ্যতাকে সুন্দর করে সাজাতে পারবে না? এটি সময়সাপেক্ষ হতে পারে, তবে আমাদের অবশ্যই ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এবং সেরাটির জন্য আশা করতে হবে।

বাংলাদেশে এই অনন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য সব প্রচেষ্টাকে ভালোভাবে পরিচালিত করতে হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক শৃঙ্খলা একটি সমাজে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও মানবিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশাল জনসাধারণকে তাদের পছন্দ এবং প্রতিভা অনুযায়ী কর্মজীবন এবং বাণিজ্যে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড'-এর ব্যবস্থা করে, সামাজিক শৃঙ্খলা উন্নত করে এবং অভিজাত ও ক্ষমতাশীলদের দ্বারা জনসাধারণের সম্পদের অপব্যবহার রোধ করে। বড় চ্যালেঞ্জ হলো, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

বাংলাদেশের আগের সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যথেষ্ট আলামত পাওয়া যায় যে, মূলধারার বিদ্যমান প্রধান দলগুলোর ছাত্রদের মতো অন্যান্য তৃণমূল-গোষ্ঠীর প্রবল চাপ ছাড়া জনগণের জন্য কাজ করার এবং উপকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দীপনা খুব কমই রয়েছে। এমনকি আলোকিত নেতৃত্বসহ একটি নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং তাতে উদ্যমী যুবকদের সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হতে পারে, যারা উৎসাহের সঙ্গে জাতি গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন পুনরুদ্ধার এবং একটি পরিচ্ছন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে যে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আসবে, তা দেশের নতুন সুন্দর ভোরের অনুঘটক হতে পারে। পূর্ববর্তী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি দানবীয় 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন নিরাপত্তা সংস্থা, বিচার বিভাগ, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং নীতিজ্ঞানহীন প্রতিষ্ঠানগুলো, নির্বাচন কমিশন, আর্থিক খাত, মিডিয়া, দুর্নীতি দমন কমিশন, শিক্ষা প্রশাসন, দেশটিকে একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ফেলেছে। সরকারের পতনের পরপরই যেভাবে প্রধান কিছু প্রতিষ্ঠান নজিরবিহীনভাবে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে, তাতে সামনের চ্যালেঞ্জগুলোর বিশালতা স্পষ্ট হয়।

স্থিতিশীলতার রোডম্যাপ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে, যা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল সংস্কারের জন্য একটি প্ল্যাটফরম তৈরি করবে। তবে এ ধরনের অনির্বাচিত সরকার বা শাসন দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনির্বাচিত সরকার বা সামরিক শাসনের তাৎক্ষণিক কিছু সাফল্যের উদাহরণ রয়েছে, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একসময় ম্লান হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকিস্তানের আইয়ুব খানের সরকার, ১৯৫৮ সালে মিয়ানমারে প্রথম সামরিক সরকার, বাংলাদেশর ১/১১-এর পর সামরিক সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

একই সঙ্গে এটা স্বীকৃত যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা মদতপুষ্ট ব্যাপক দুর্নীতির সহজেই মূল্যোৎপাটন বা হ্রাস করা যাবে না সৎ লোকদের দ্বারা পরিচালিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া। দেশের স্থিতিশীলতার জন্য ভয়াবহ পরিণতি এড়াতে এবং যে কোনো উপায়ে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেসব প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নতি করা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। কাজের ব্যাপকতা এবং সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই সৎ যোগ্য লোকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় টাস্কফোর্স বা কমিশন গঠন করতে হবে, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংস্কারের সুপারিশ এবং বাস্তবায়ন করা যায়। তা সত্ত্বেও, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এসব কাজের জটিলতার বিবেচনায় পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত, যা একাধিক বছরও হতে পারে।

আশা করা যায়, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে রোডম্যাপটি অবশেষে দেশকে একটি কার্যকর গণতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করবে।

● লেখক : ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির একজন খণ্ডকালীন সহযোগী অধ্যাপক এবং কাতার ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন রিসার্চ ফেলো